বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আওতাধীন শিক্ষক-কর্মচারী এবং সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধিত-২০২৪)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় '১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩- কোডে বিশেষ অনুদান হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাইকৃত বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আওতাধীন শিক্ষক-কর্মচারী এবং সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

২। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় "বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আওতাধীন শিক্ষক-কর্মচারী এবং সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধিত-২০২৪)" নামে অভিহিত হবে।

৩। **উদ্দেশ্য:** অনগ্রসর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সংস্কারসহ শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন দুরারোগ্য ব্যাধি ও দৈব দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শিক্ষক-কর্মচারী এবং সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত অসহায়, রোগগ্রস্থ, দরিদ্র, মেধাবী, প্রতিবন্ধি, তৃতীয় লিঙ্গ, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও অনগ্রসর এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৪। **পরিধি:** এ নীতিমালা দেশের সকল বেসরকারি সাধারন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আওতাধীন শিক্ষক-কর্মচারী এবং সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি বরাদ্দের (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটে ১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩- নং কোডের) ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে।

৫। **আবেদন প্রেরণ, গ্রহণ এবং যাচাই প্রক্রিয়া:**

(ক) বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবেদন চেয়ে প্রতি বছর ০১ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সকল জেলার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রচারের দিন থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে;

(খ) মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং তৎক্ষণাৎ আবেদনসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের মাইগভ একাউন্ট-এ প্রেরণ করা হবে;

(গ) মাইগভ প্লাটফর্মে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি যাচাই-বাছাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে (মঞ্জুরি প্রাপক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক-কর্মচারী/ছাত্র-ছাত্রী) নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত ১০% সহ অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতপূর্বক সুপারিশসহ ৩০ মার্চ এর মধ্যে সচিব/সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরাবর প্রেরণ করবে;

(ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কমিটি ৩০ এপ্রিল-এর মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে নথি উপস্থাপন, ফলাফল প্রকাশসহ অন্যান্য সাচিবিক কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

৬। **কমিটি**

১) জেলা পর্যায়ের কমিটি

০১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
০২	সিভিল সার্জন	সদস্য
০৩	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
০৪	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	সদস্য
০৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
০৬	স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ ০১ জন ও স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ০১ জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
০৭	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
০৮	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
০৯	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

ক) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) মাইগভ প্লাটফর্মে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে মঞ্জুরি প্রাপক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক-কর্মচারী/ছাত্র-ছাত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা (প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে ১০% অতিরিক্তসহ) প্রস্তুতপূর্বক সুপারিশসহ ৩০ মার্চ এর মধ্যে সচিব/সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরাবর প্রেরণ করবে।

২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি:

০১	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	আহবায়ক
০২	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
০৩	যুগ্মসচিব (বাজেট)	সদস্য
০৪	যুগ্মসচিব/উপসচিব, সরকারি মাধ্যমিক	সদস্য
০৫	যুগ্মসচিব/উপসচিব, বেসরকারি মাধ্যমিক	সদস্য
০৬	যুগ্মসচিব/উপসচিব, কলেজ-১ অধিশাখা	সদস্য
০৭	যুগ্মসচিব/উপসচিব, বিশ্ববিদ্যালয়-২ অধিশাখা	সদস্য
০৮	উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
০৯	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১০	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১১	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
১২	সিস্টেম অ্যানালিস্ট	সদস্য
১৩	উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)	সদস্যসচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭-এ উল্লেখিত যোগ্যতা ও শর্তাদির ভিত্তিতে (অনুচ্ছেদ ৯, ১০, ১১ ও ১৩ অনুসরনপূর্বক) মন্ত্রণালয়ের কমিটি প্রতিটি জেলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে প্রাপ্যতা/সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবেন;

খ) জেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত সুপারিশকৃত তালিকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কমিটি পুন:যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে নথিতে উপস্থাপন করবে এবং ৩০ এপ্রিল-এর মধ্যে ফলাফল প্রকাশসহ অন্যান্য সাচিবিক কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

৭। **অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাদি:**

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুঝাবে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, আসবাবপত্র সংগ্রহ, খেলাধুলার সরঞ্জাম সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধিবান্ধব করাসহ পাঠাগার উন্নয়নের জন্য আবেদন করতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথচ প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ভালো, এরূপ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

(খ) শিক্ষক-কর্মচারী বলতে বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী বুঝাবে। শিক্ষক কর্মচারীগণ তাঁদের দুরারোগ্য ব্যাধি ও দৈব দুর্ঘটনার জন্য অনুদানের আবেদন করতে পারবেন;

(গ) ছাত্র-ছাত্রী বলতে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী বুঝাবে। তারা দুরারোগ্য ব্যাধি, দৈব দুর্ঘটনা এবং শিক্ষা গ্রহণ কাজে ব্যয়ের জন্য মঞ্জুরির আবেদন করতে পারবে। তবে এ বিশেষ মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষেত্রে দুস্থ, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, অসহায়, রোগগ্রস্থ, গরীব, মেধাবী, অনগ্রসর সম্প্রদায়, অনগ্রসর এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

(ঘ) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ/অসুস্থতা বলতে ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি ব্যাধি, হেপাটাইটিস, ডায়াবেটিস-মেলিটাস, পক্ষাঘাত, বক্ষব্যাধি, কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত ব্যয় ও দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়াকে বুঝাবে;

(ঙ) দৈব দুর্ঘটনা বলতে দৈব বা দৈবযোগে ঘটা বা আকস্মিক দুর্ঘটনা বুঝাবে;

(চ) প্রতিবন্ধি বলতে যে কোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিমত্তা, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গতভাবে ক্ষতিগস্থ ব্যক্তিকে বোঝাবে। প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত 'প্রতিবন্ধি সনদ' সংযুক্ত করতে হবে;

(ছ) নীতিমালায় উল্লেখিত প্রকৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী একবার এ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। ইতোপূর্বে এ খাতের আওতায় সুবিধা প্রাপ্ত হলে পুনরায় আবেদন করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

(ঝ) একই সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী অন্য কোনো সরকারি অনুদান প্রাপ্ত হলে আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তবে ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রদত্ত সাধারন উপবৃত্তি ও মেধা বৃত্তি এই নীতিমালার আওতামুক্ত থাকবে;

(ঞ) যে সকল প্রতিষ্ঠানে EED/ অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে নির্মাণ/সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম/ উক্ত অর্থ বছরে সমাপ্ত/চলমান প্রকল্প রয়েছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদন বিবেচিত হবে না।

৮। **অর্থ ব্যয়ের পদ্ধতি ও শর্তাদি:**

ক) বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি/ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ খরচ করতে হবে;

খ) অর্থ প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। অর্থ ব্যয়ের ১ (এক) মাসের মধ্যে সম্পাদিত কাজের ছবি, অর্থ ব্যয়ের বিল ভাউচার এর সত্যায়িত (ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক) কপি এবং কমিটির রেজুলেশন এর কপিসহ প্রতিবেদন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ হলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আর্থিক অনুদান পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

গ) উক্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের অনিয়ম/অব্যবস্থাপনার প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এম.পি.ও/ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিলসহ বিধি মোতাবেক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঘ) শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে;

ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রদান করা হবে।

৯। **মঞ্জুরিপ্রাপ্ত অর্থের শ্রেনি ভিত্তিক বিভাজন:**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় (কোড নং: ১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩-) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি বাবদ অর্থ নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা হবে:

১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২০%
২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী	১০%
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী	৭০%

১০। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বেসরকারি সাধারণ) জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন:**

নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১০%
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৭০%
স্কুল এন্ড কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ এবং ডিগ্রি কলেজ	২০%

১১। **ছাত্র-ছাত্রীদের (সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ) জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন:**

০১	৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রী	৩৫%
০২	৯ম থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রী	২৫%
০৩	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রী	২০%
০৪	স্নাতক ও তদুর্দ্ধ	২০%

১২। কোনো ক্যাটাগরিতে যথোপযুক্ত প্রস্তাব পাওয়া না গেলে ঐ ক্যাটাগরির উদ্বৃত্ত অর্থ যে কোনো ক্যাটাগরিতে বিতরণ করা যাবে।

১৩। একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ), একজন শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) এবং ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে (ক) মাধ্যমিকের জন্য ৮,০০০/- (আট হাজার), (খ) উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ৯,০০০/- (নয় হাজার), (গ) স্নাতক/সমমান/তদুর্দ্ধ এর জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এককালীন মঞ্জুর করা যাবে।

১৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেয়া অর্থ এককালীন মঞ্জুরি হবে এবং শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রদানকৃত অর্থ অনুদান হিসাবে গণ্য হবে।

১৫। নীতিমালায় যা থাকুক না কেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আওতাধীন শিক্ষক-কর্মচারী এবং সরকারি বা বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুকূলে এ খাত থেকে অর্থ মঞ্জুর করতে পারবে। তবে এর পরিমান মোট বরাদ্দের ১০% এর বেশি হবে না।

১৬। আবেদন/সুপারিশকে অর্থ প্রাপ্তির অধিকার হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

স্বাক্ষরিত/-
ড. শেখ আব্দুর রশীদ
সিনিয়র সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৪.২০.০০৫.২০১৭.৫৯৩(১/৬)

তারিখ: ০২ আশ্বিন ১৪৩১ / ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

০১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্মসচিব, বাজেট-১ অধিশাখা)।
০২. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪. বিভাগীর কমিশনার, ঢাকা।
০৫. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, ঢাকা।
০৮. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
০৯. সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১০. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩. জনাব তানভির রহমান, কনসালটেন্ট, একসেবা ইমপ্লিমেন্টেশন স্পেশালিস্ট, এটুআই।
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. অফিস কপি/ সংরক্ষণ কপি।

১৭/০৯/২০২৪
(লিউজা-উল-জান্নাহ)
উপসচিব